তারিখ 25 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

আজকের কাগজ

248

একি কলংক তব ললাটে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড!

ইতিমধ্যেই দেশের সকল বিবেকবান মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়ার জন্যে তাদের নিকট এ শিরোনামের সংবাদ পৌঁছে গেছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস।' কেউ বিশ্বাস করবে, কেউ বিশ্বাস করবে না - অন্ততঃ বিশ্বাস করতে চাইবে না, যেমন চাই না আমি চান না আমার এ জ্ঞান কেন্দ্রের উপাচার্য মহোদয়, চান না কোনো অনুষদের ডীন, শিক্ষক চায় না এমন অন্য কেউ যে এদেশকে ভালোবাসে। কিভাবে চাইবে? আমাদের না থাকার এ দেশে গৌরব করার মতো তবু যা কিছু আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড যার উপনাম, এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়; এ নামের সঙ্গে কোনো কলংকের সংবাদ বিশ্বাস করতে না চাওয়াই স্বাভাবিক। সেশনজট, সন্ত্রাস, খুন, ছাত্র রাজনীতির নামে অস্ত্রবাজী, নিন্দনীয় শিক্ষক-গ্রুপিং, শিক্ষক-লাঞ্ছনাসহ আরো কতিপয় যে ঘটনা এ প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে বা করছে এগুলোকে মোটামুটি সাম্প্রতিকই বলা চলে, কিন্তু এগুলো এমন সমস্যা নয় যার সমাধান অসম্ভব এবং সমাধানের পর এসব কলংকের স্মৃতি মুছে যাবে না এমনও নয় এবং অতি সাম্প্রতিককাল থেকে (বর্তমান ভিসির কার্যকালে) এ ব্যাপারে আশার আলোও দেখা যাচ্ছে। যা হোক এসব কলংক সত্ত্বেও এ বিদ্যাপিঠকে মানুষ এখনো জ্ঞানের মহামন্দির হিসেবেই গণ্য করে। কিন্তু সর্বশেষ অভূতপূর্ব যা ঘটলো তাতে কি এ মহাজ্ঞানমন্দিরের 'মহা' শব্দটির যোগ্যতার প্রশ্নে সংশয় দেখা দেবে না? এখন এটা মনে করে প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করা বোকামী হবে যে, উপরিউক্ত সমস্যা বা অনিয়ম বা কলংকগুলোর ন্যায় এটাও তেমনই একটা অনিয়ম বা কলংক। উপরিউক্ত অপরাধগুলোর সঙ্গে এ অপরাধের প্রকারে প্রকৃতিতে-মাত্রায় ন্যূনতম সাদৃশ্য নেই। উপরিউক্ত কলংকসমূহ বা অপরাধসমূহ যদি হয় নারীর ঘোমটা উন্মোচন তবে এটা হলো বস্ত্র বিসর্জন। লেখাপড়া, পরীক্ষা ব্যাপারগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বা যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্য আর তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চরিত্রটিই কলুষিত হলো।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জঘন্য প্রভাব সম্পর্কে নিতান্ত মূর্খলোকও এতো বেশি বোঝেন যে এখানে তার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়। কথা হলো গত ২১/৪/৯৫ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষাসম্পন্ন হলো এবং পরেরদিন পত্রপত্রিকায় ঐ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিস্তারিত রিপোর্ট এলো। অবশ্য পরীক্ষার দিনই বা তারও পূর্বরাত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রশ্ন ফাঁসের কথাটা খুব কানাঘুষা হচ্ছিলো, এমনকি পরীক্ষার পূর্বেই না-কি কোনো কোনো শিক্ষকের নিকট ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের কপি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নাকি প্রদান করা হয়েছিলো (সত্য কি-না জানিনা)। যাক, তবু পরীক্ষা হলো-পত্রিকায় রিপোর্ট এলো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাননীয় উপাচার্য ও কলা অনুষদের ডীন মহোদয় বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে এমনটা ঘটা সম্ভব নয়, সব গুজব। হ্যাঁ, স্যার স্রেফ গুজব হলেই ভালো। কিন্তু যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলেত অনেকেই যা হবে বলে আশংকা করছে সেরকম কিছু অর্থাৎ কাউকে দায়িত্ব থেকে বাঁচানোর কিংবা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার বৃথা প্রয়াস হিসেবে তাকে গুজব বলে চালিয়ে না দেয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। স্যার (মাননীয় উপাচার্য) বলেছেন, তদন্ত হবে। হয়তো তদন্ত কমিটিও হবে। যদি তদন্ত অনুযায়ী ঘটনা সত্য বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই।

মোহাম্মদ শাহ জালাল
১০০১, জহুরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।